বাংলাদেশের
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
একাউন্টস্ এন্ড রিপোর্ট উইং
'অডিট ভবন'
৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
www.cag.org.bd

নং-৮২.০০.০০০০.০৫১.০৩.০০১.২২.৩২৭ তারিখ: ২৩-১১-২০২৩ খ্রি.

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২০তম বৈঠকের সংশোধিত সিদ্ধান্ত প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের পত্র নং-১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১৯.২৩.৩১৫, তারিখ: ০১-১১-২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২০তম বৈঠকের সংশোধিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে নিষ্পত্তিপত্র জারিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য একই কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ ৫.১(৫) এর সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবহিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৩।১১।২০২৩
(মোঃ আহসান হাবীব)
অতিরিক্ত উপ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সংসদ)
ফোন: ০২-২২২২২১১৯৮

কার্যার্থে বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১।। সিনিয়র সচিব/ সচিব --।
০২।। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৩।। কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৪।। অতিরিক্ত মহা পরিচালক (অর্থ), অতিরিক্ত মহা পরিচালক (অর্থ) এর কার্যালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
০৫।। মহাপরিচালক, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা), এ/৭, লালাসরাই, মিরপুর, ঢাকা।
০৬।। মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর /স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর /পূর্ত অডিট অধিদপ্তর /মিশন অডিট অধিদপ্তর /স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর /কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর /শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর /পরিবহন অডিট অধিদপ্তর /ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি (PTST) অডিট অধিদপ্তর /রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর /বিদ্যুৎ ও জ্বালানী অডিট অধিদপ্তর /সিভিল অডিট অধিদপ্তর /আইটি ও জনসেবা অডিট অধিদপ্তর /প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর /বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর /সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৭।। পরিচালক, এমআইএস, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা। **[সিএজি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]**

নং-৮২.০০.০০০০.০৫১.০৩.০০১.২২.৩২৭ তারিখ: ২৩-১১-২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতির জন্য বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১॥ পিএস টু সিএজি, সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
২॥ পিএ টু ডিসিএজি (সিনিয়র), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৩॥ পিএ টু ডিসিএজি (এএন্ডআর), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৪॥ পিএ টু এডিসিএজি (সংসদ), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।
৫॥ অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

(মোঃ আজহারুল ইসলাম)
সহকারী মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সংসদ)
ফোন: ০২-৪৮৩১৮২৪১/৩১৫

F:\H. Drive\ACAG-Parliament\563.docx

সিএজি মহোদয়ের একান্ত সচিব শাখা	ডাইরী নং- তারিখঃ
কার্যক্রম	বিতরণ
পেশ করুন	ডিসিএজি (সিনিয়র)
অবিলম্বে পেশ করুন	ডিসিএজি (পদ্ধতি)
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন	ডিসিএজি (এএন্ডআর)
অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন	একান্ত সচিব
আলোচনা করুন	
নথিভুক্ত করুন	

সিএজি অফিস (রেকর্ড শাখা)
02 NOV 2023
ডাইরী নং ....

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১

নং- ১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১৯.২৩.৩১৫

তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪৩০ / ০১ নভেম্বর ২০২৩ ।

বিষয়: সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২০তম বৈঠকের **সংশোধিত** সিদ্ধান্ত প্রেরণ প্রসঙ্গে।

একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২০তম বৈঠকের কমিটি কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত কমিটির **সংশোধিত** সিদ্ধান্ত নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

ডিসিএজি (এএন্ডআর) মহোদয়ের ব্যক্তিগত শাখা	নং তারিখ
কার্যক্রম	বিতরণ
পেশ করুন	এসিএজি (পার্লামেন্ট)
অবিলম্বে পেশ করুন	এসিএজি (এডিএসি)
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন	
অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন	
আলোচনা করুন	
নথিভুক্ত করুন	ব্যক্তিগত সহকারী

(আলম মিয়া)
কমিটি অফিসার
কমিটি শাখা-১
ফোন: ৫৫০২৮৯৯৬
ফ্যাক্স: ৫৫০২৯০৩০
ই-মেইল: committeeonebps@yahoo.com

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

১। বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

এডিসিএজি (সংসদ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত শাখা	নং তারিখ: 02/11/23
পেশ করুন	এসিএজি (পার্লামেন্ট)
অবিলম্বে পেশ করুন	এসিএজি (রিপোর্ট-২)
অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন	এসিএজি (একাউন্টস)
আলোচনা করুন	এসিএজি (রিপোর্ট-১)
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন	এ এন্ড আর উইং (প্রশা:)
নথিভুক্ত করুন	পিএ

সি এজি অফিস/পার্লামেন্ট শাখা
ডাইরী নং-........
তারিখঃ 02-11-2023

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১
www.parliament.gov.bd

কমিটির সিদ্ধান্ত

কমিটির নাম: সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

তথ্য শিরোনাম: (১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কুমিল্লা, এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর : ৬৯/২০২১; (২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৮৫/২০২২; (৩) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সিএজির বিশেষ অডিট রিপোর্ট ১৯৯৪-২০০০; (৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৬৬/২০২১; (৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থ বছর/বছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯; (৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৫-২০১৬; (৭) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-২০১১; (৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪; (৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন HPNSDP প্রোগ্রামের আওতাধীন লাইন ডাইরেক্টর, প্রি-সার্ভিস এডুকেশন হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত অডিট আপত্তির সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিশেষ অডিট রিপোর্ট এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য।

পরীক্ষণ শিরোনাম: (১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কুমিল্লা, এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর : ৬৯/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫; (২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৮৫/২০২২ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬; (৩) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সিএজির বিশেষ অডিট রিপোর্ট ১৯৯৪-২০০০ অনুচ্ছেদ নং- ৪ ও ৫; (৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৬৬/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭; (৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থ বছর/বছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৮; (৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৫-২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৪; (৭) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের, ২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-২০১১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৫ ও ১৫;(৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৩ এবং (৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন HPNSDP প্রোগ্রামের আওতাধীন লাইন ডাইরেক্টর, প্রি-সার্ভিস এডুকেশন হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ১০ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিশেষ অডিট রিপোর্ট এ অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তির বিষয়ে পরীক্ষণ।

বৈঠক নম্বর: ১২০
বৈঠকের তারিখ: ২৪/০৯/২০২৩
বৈঠক শুরুর সময়: ১১:০০ পূর্বাহ্ণ
বৈঠক শেষের সময়: ০১:০০ অপরাহ্ণ

বৈঠকের স্থান: কেবিনেট কক্ষ, পশ্চিম ব্লক, ২য় লেভেল, সংসদ ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সভাপতি: জনাব মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী

২.১. বৈঠকে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণের তালিকা:

১। জনাব মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, ১২৯ পিরোজপুর-৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
২। জনাব আবুল কালাম আজাদ, সদস্য, ১৩৮ জামালপুর-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, সদস্য, ০৪৭ নওগাঁ-২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৪। জনাব সালমান ফজলুর রহমান, সদস্য, ১৭৪ ঢাকা-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৫। জনাব জহিরুল হক ভূঞা মোহন, সদস্য, ২০১ নরসিংদী-৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৬। জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু), সদস্য, ১৩৫ টাঙ্গাইল-৬, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৭। জনাব হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, সদস্য, ০০৫ ঠাকুরগাঁও-৩, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

২.২. বৈঠকে উপস্থিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহিম, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
২। ড. মলয় চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
৩। জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। মীর আব্দুস সহিদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। শেখ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (অডিট-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
৭। জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। জনাব মোঃ খালেদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.৩. বৈঠকে উপস্থিত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব এ.কেএম.নূরুন্নবী কবির, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা।
২। জনাব নেওয়াজ হোসেন চৌধুরী, যুগ্মসচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা।
৩। অধ্যাপক ডা: মো: টিটো মিঞা, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ঢাকা।
৪। প্রফেসর ডাঃ মোঃ মহিউদ্দিন মাতাব্বর, অধ্যক্ষ, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ।

২.৪. বৈঠকে উপস্থিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, সচিব, (মেরিটাইম এ্যাফেয়ার্স ইউনিট), পররাষ্ট্র, মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। জনাব ডি. এম. সালাহ উদ্দিন মাহমুদ, মহাপরিচালক, (প্রশাসন), পররাষ্ট্র, মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ আবু জাব্বর, রাষ্ট্রদূত, পররাষ্ট্র, মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খান রানা, পরিচালক (অডিট ও পেনশন অধিশাখা) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২.৫. বৈঠকে উপস্থিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। জনাব নুরুল আলম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মাহফুজা আকতার, যুগ্মসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। জনাব এস,এম, শহিদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক অডিট পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

২.৬. বৈঠকে উপস্থিত গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সৈয়দ মামুনুল আলম, অতিরিক্ত, সচিব (উন্নয়ন-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। জনাব মোহাম্মদ শামীম আখতার, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ সাঈদ মাহবুব মোরশেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও অডিট সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৫। জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.৭. বৈঠকে উপস্থিত অর্থ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব মির্জা আশফাকুর রহমান, পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সিপিটিইউ।

২। জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ।

৩। ড. নাছিমা আকতার, যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ।

২.৮. বৈঠকে উপস্থিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব আহাম্মদ উল্যাহ্, সদস্য (ট্যাকসেস লিগ্যাল এন্ড এনফোর্সমেন্ট), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

২। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রথম সচিব, (কর জরীপ ও পরিদর্শন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ শাহীনুর কবীর পাভেল, প্রথম সচিব (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

২.৯. বৈঠকে উপস্থিত সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।

২। জনাব ফারমীন মাওলা, উপ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর)।

৩। জনাব মোঃ আহসান হাবীব, উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সংসদ।

৪। জনাব আজহারুল ইসলাম, এসিএজি (সংসদ)।

২.১০. বৈঠকে উপস্থিত অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। কাজী ফাহমিদা হক, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা।

২। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (৬র্থ তলা), ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ কামরুল আলম (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালক, মিশন অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১২তম তলা), ঢাকা।

৪। জনাব সাঈদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (৩য় তলা), ঢাকা।

৫। জনাব তৌফিক শফিকুল ইসলাম, পরিচালক, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (৬র্থ তলা), ঢাকা।

৬। জনাব মুহাম্মদ শরীফ কামাল চৌধুরী, পরিচালক, মিশন অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১২তম তলা), ঢাকা।

৭। জনাব মুহাম্মদ ছাইফুর রহমান জামালী, পরিচালক, স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা

৮। জনাব এস.এম. মাহমুদুল হাসান, পরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (৩য় তলা), ঢাকা।

২.১১. বৈঠকে উপস্থিত সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১। জনাব মোঃ ফয়সাল মোর্শেদ, কমিটি সচিব, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

২। জনাব রায়হানা ইয়াসমিন, সিনিয়র কমিটি অফিসার, কমিটি শাখা-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। জনাব আলম মিয়া, কমিটি অফিসার, কমিটি শাখা-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। জনাব রাশেদ মিজান, সহকারী পরিচালক, গণসংযোগ-১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। জনাব ফখরুল আলম, সহকারী পরিচালক, রিপোর্টিং, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

৩. প্রারম্ভিক কার্যাবলী:

৩.১. আলোচ্য বিষয়: কোরাম ও বৈঠক শুরু।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী কোরাম সম্পন্ন হয়েছে বিধায় বৈঠক শুরুর বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোরাম সম্পন্ন হওয়ায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ০৯ আশ্বিন ১৪৩০ (২৪/০৯/২০২৩) রোজ রবিবার সকাল-১১:০০ ঘটিকায় ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২০তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

৩.২. আলোচ্য বিষয়: সূচনা বক্তব্য: সভাপতি বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বৈঠকের কার্যক্রম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে একটি মর্মান্তিক কলঙ্কজনক হত্যাকান্ড ঘটেছে। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্ট নিহত সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। সভাপতি বলেন, বর্তমান বৈঠকে (১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কুমিল্লা, এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর : ৬৯/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫; (২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর

সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৮৫/২০২২ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬; (৩) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সিএজির বিশেষ অডিট রিপোর্ট ১৯৯৪-২০০০ অনুচ্ছেদ নং- ৪ ও ৫; (৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৬৬/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ (৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ এবং তদ্পূর্ববর্তী অর্থ বছর/বছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৮ (৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৫-২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৪ (৭) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-২০১১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৫ ও ১৫ (৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৩ (৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন HPNSDP প্রোগ্রামের আওতাধীন লাইন ডাইরেক্টর, প্রি-সার্ভিস এডুকেশন হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ১০ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিশেষ অডিট রিপোর্ট এর উপর আলোচনা করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্টভুক্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলোর মধ্যে যেগুলো, আদায়, সমন্বয়, অবলোপন, প্রমার্জন, নিয়মিতকরণ, ভূতাপেক্ষ অনুমোদন, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণান্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্পত্তিমূলক জবাব সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বা ত্রি-পক্ষীয় সভায় গ্রহণ করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণের পরে সিএজি কর্তৃক নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান অডিট আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা এবং কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য অডিট আপত্তির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

৩.৩. আলোচ্য বিষয়: সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১১৯তম, ১১৮তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত ৫.৫(১) সংশোধিত আকারে **এবং** ১১৭তম ও ১১৬তম বৈঠকের জড়িত অর্থ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্পষ্টীকরণপূর্বক বৈঠকের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, নিশ্চয়ই কমিটির সদস্যগণ বৈঠকের ফোল্ডারে সরবরাহকৃত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১১৯তম এবং ১১৮তম বৈঠকের সংশোধিত সিদ্ধান্ত ৫.৫(১) সংশোধিত আকারে বৈঠকের কমিটির সিদ্ধান্ত পড়েছেন। তিনি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ১১৯তম বৈঠকের কমিটির সিদ্ধান্ত এবং ১১৮তম বৈঠকের ৫.৫(১) এ সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের একজন পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধিত সিদ্ধান্ত ৫.৫(১) লিপিবদ্ধকরণের বিষয়টি যথাযথ হয়ে থাকলে তা এবং ১১৭তম ও ১১৬তম বৈঠকের জড়িত অর্থ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্পষ্টীকরণপূর্বক দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১১৯তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং ১১৮ তম বৈঠকের ৫.৫(১) সংশোধিত এবং ১১৭তম ও ১১৬তম বৈঠকের জড়িত অর্থ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্পষ্টীকরণপূর্বক সিদ্ধান্ত কমিটি কর্তৃক দৃঢ়ীকরণ করা হলো।

৪. গণ কার্যাবলী:

৪. ১. আলোচ্য বিষয়: সাক্ষ্য গ্রহণ: প্রশ্ন উত্তর ও জেরা পর্ব: বৈঠকে, (১) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কুমিল্লা, এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর : ৬৯/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫; (২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৮৫/২০২২ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬; (৩) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সিএজির বিশেষ অডিট রিপোর্ট ১৯৯৪-২০০০ অনুচ্ছেদ নং- ৪ ও ৫; (৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৬৬/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭ (৫) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ এবং তদ্পূর্ববর্তী অর্থ বছর/বছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৮ (৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৫-২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৪ (৭) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-২০১১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৫ ও ১৫ (৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৩ (৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন HPNSDP প্রোগ্রামের আওতাধীন লাইন ডাইরেক্টর, প্রি-সার্ভিস এডুকেশন হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ১০ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিশেষ অডিট রিপোর্ট এর উপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্টভুক্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলোর মধ্যে যেগুলো, আদায়, সমন্বয়, অবলোপন, প্রমার্জন, নিয়মিতকরণ, ভূতাপেক্ষ অনুমোদন, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণান্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্পত্তিমূলক জবাব সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বা ত্রি-পক্ষীয় সভায় গ্রহণ করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণের পরে সিএজি কর্তৃক নিষ্পত্তির সুপারিশ গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান অডিট আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা এবং কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত বা নিষ্পত্তিযোগ্য অডিট আপত্তির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বৈঠকে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে কমিটির মাননীয় সদস্যগণের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সম্পর্কে সভাপতির আহ্বানক্রমে তাঁদের সুচিন্তিত জবাব প্রদান করেন।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কমিটির সদস্যগণের জিজ্ঞাসার আলোকে সভাপতির আহ্বানক্রমে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত জবাব কার্যবাহে হুবহু রেকর্ড করার জন্য অনুশাসন দেয়া হলো।

৫. সমাপনী কার্যাবলী:

স্থানীয় সরকার বিভাগ: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:
৫.১. আলোচ্য শিরোনাম: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কুমিল্লা, এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৬৯/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪ এবং ০৫ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.১(১). আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১: অডিট আপত্তির শিরোনাম: অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের ১,৭৯,৭১,১৭৫/-(এক কোটি উনআশি লক্ষ একাত্তর হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্ব দরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের ১,৭৯,৭১,১৭৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, জবাবের সাথে টেন্ডার সিডিউল বিভিন্ন কার্যালয়ের মাধ্যমে বিক্রয় ও দাখিলের প্রমাণক প্রেরণ করা হলেও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ১৪.৯৯% উর্ধ্বদর গ্রহণের স্বপক্ষে বাজার মূল্যের সাথে দাখিলকৃত দর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় উর্ধ্বদর গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু বাজারদর যাচাই সংক্রান্ত কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। তাছাড়া ৪/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ হতে ১৫/১০/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অডিট চলাকালীন সময়ে বর্তমান জবাবের সাথে প্রেরিত প্রমাণকসমূহ নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার কারণে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, বাজার দরের সাথে দাপ্তরিক মূল্যের সামঞ্জস্যের কোন প্রমাণক না থাকায় অধিক দরে তথা ১৪.৯৯% উচ্চ দরে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কাজ করায় আপত্তিকৃত ক্ষতির ১,৭৯,৭১,১৭৫.০০ টাকা আদায় করার সুপারিশ করা হয়। অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, দরপত্র বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুমোদন করা হয়েছিলো। এ সংক্রান্ত প্রমাণক রয়েছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাজার দরের সাথে দাপ্তরিক মূল্যের সামঞ্জস্যের প্রমাণক আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.১(২). আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-২: অডিট আপত্তির শিরোনাম: বিভাগীয় ভান্ডারে প্রকল্পের উদ্বৃত্ত পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে প্রয়োজন ছাড়াই ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ৩,৯৯,২০,৪৯৬/- (তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ বিশ হাজার চারশত ছিয়ানব্বই) টাকা ক্ষতিসাধন।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বিভাগীয় ভান্ডারে পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে প্রয়োজন ছাড়াই ৭৫ মি.মি. ও ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ৩,৯৯,২০,৪৯৬/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়; গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পটি ৩০/৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে শেষ হলেও মাত্র ৫ দিন পূর্বে ২৫/৬/২০১৫ খ্রি. তারিখে ষ্টোরে ৭৫ মি.মি ও ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ মজুদ থাকা সত্ত্বেও ৩,৯৯,২০,৪৯৬/- টাকার পাইপ ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবহারকারী কার্যালয়সমূহের কোন চাহিদাপত্র নিরীক্ষাকালীন সময়ে পাওয়া যায়নি এবং বর্তমানেও প্রকল্পের শেষে এত বিপুল অংকের পাইপ ক্রয়ের বিষয়ে জবাব প্রদান করা হয়নি। এছাড়া ক্রয়কৃত মালামাল টেস্ট করার পর টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে স্টোরে গ্রহণের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই ১৬/৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ২৪/৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে টেস্ট রিপোর্ট পেলেও মালামাল গ্রহণ দেখানো হয়েছে ১৬/৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে। ফলে উল্লিখিত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে গুণাগুণ যাচাই না করে ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণ দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের শেষে অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়ের এবং তা অব্যবহৃত রেখে পরবর্তীতে ডিপিএইচই, নোয়াখালীর চাহিদা এবং গ্রহণের প্রমাণক ব্যতীত পাইপগুলো স্টোর হতে নোয়াখালীতে প্রেরণ দেখানো হয়েছে। এছাড়া পাইপগুলো জিওবি অর্থের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছিল সেহেতু সীমিত সম্পদের তথা অর্থের অপচয় করা হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছাড়াই বিপুল পরিমাণ পাইপ ক্রয় করে ফেলে রাখা এবং তার যথাযথ ব্যবহারের বিষয় নিশ্চিত না হওয়ায় দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। ভান্ডারের মালামাল শেষস হয়ে যাওয়ায় ভান্ডার নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের পিডির লিখিত নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছিলো। আর ভান্ডারের সবসময়ই কিছু মালামাল রাখার নিয়ম আছে বিধায় কিছু মালামাল থাকা অবস্থায় নতুন করে মালামাল ক্রয় করা হয়েছিলো। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, ভান্ডার নীতিমালা সংক্রান্ত কোনো তথ্য অডিটি প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যায়নি। উপরন্তু, মালামাল অন্য জেলায় অন্য প্রকল্পে আওতার বাহিরে প্রেরণ করা হয়েছে বিধায় এ নিয়ে অধিকতর যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত : সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনিয়মের বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিতের জন্য বাস্তব যাচাইয়ের জন্য সিএজি কার্যালয়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এডিশনাল চিফ ইন্জিনিয়ার, সিপিটিইউ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে আপত্তিকৃত বিষয়টি সুগভীরভাবে পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ একটি প্রতিবেদন আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

৫.১(৩). আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৩: অডিট আপত্তির শিরোনাম: প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ২,১২,৯৬,০০০/- (দুই কোটি বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ক্ষতিসাধন।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ২টি লটের কাজের বিপরীতে ১৫০ মি.মি. ও ১০০ মি.মি. ব্যাসের পিভিসি পাইপ প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্ব দরে ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ২,১২,৯৬,০০০/- টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, আপত্তি ও জবাব অনুযায়ী ২০০ মি.মি., ১৫০ মি.মি. ও ১০০ মি.মি ব্যাসের পিভিসি পাইপের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল যথাক্রমে ১,১৫০/- টাকা, ৭০০/- টাকা ও ৩৬০/- টাকা এর বিপরীতে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্বৃত্ত দর ছিল যথাক্রমে প্রতি মিটার ৪০ বা ৫০ টাকা, ২০২১/- টাকা ও ২০২১/- টাকা। অর্থাৎ ১৫০ মি.মি ও ১০০ মি.মি. পাইপের ক্ষেত্রে উর্ধ্বদর ছিল যথাক্রমে ১৮৮.৭১% ও ৪৬১.৩৮%। এই দুইটি আইটেমে ঠিকাদার কর্তৃক পাইপ সরবরাহপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১১৫০/- টাকা, যার বিপরীতে ঠিকাদার প্রতিমিটার ৪০ টাকা দর দাখিল করে এবং সে মোতাবেক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে নিম্নদর ছিল ৯৬.৫২%। উল্লেখ্য ২০০ মি.মি. ব্যাসের কোন পাইপ সরবরাহ করা হয়নি। উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট যে, ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্রে ফ্রন্টলোডিং করা হয়েছে। ফলে পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ২৭(২) মোতাবেক ফ্রন্টলোডিং এর মাধ্যমে দরপত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হলে কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ চুক্তিমূল্যের উপর অনধিক ২৫% বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক হলেও সে মোতাবেক ২০% জামানত রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রাক্কলনে নির্ধারিত

৭০০/- ও ৩৬০/- টাকার ইউপিভিসি পাইপ ২০২১/- টাকায় ক্রয় করায় সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে। উল্লেখ্য ০৩ প্রকার ব্যবহৃত পাইপের প্রাক্কলিত দর বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এমতাবস্থায় ব্যবহৃত মালামাল অধিক দরে ক্রয় করায় সংঘটিত ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত অর্থ ২,১২,৯৬,০০০/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করার সুপারিশ করা হয়। অডিটি প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ জবাব সিএজি কার্যালয়ে যথাসময়ে না দেয়ায় বৈঠকে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ নিয়ে অধিকতর যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনিয়মের বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিতের জন্য বাস্তব যাচাইয়ের জন্য সিএজি কার্যালয়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিপিটিইউ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের সমন্বয়ে একটি কমিটি অর্থ্যাৎ অনুচ্ছেদ নং-২ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত একই কমিটিকে আপত্তিকৃত বিষয়টি সুগভীরভাবে পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ একটি প্রতিবেদন আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

৫.১(৪). আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৪: অডিট আপত্তির শিরোনাম: পিপিআর ২০০৮ এর বিধান লঙ্ঘনপূর্বক অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পুনারাবৃত্ত ক্রয়াদেশের মাধ্যমে সরকারের ৯০,৪১,১১৫/- (নব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত পনেরো) টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে প্রতিযোগীতামূলক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে চুক্তি সম্পাদন এবং পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও মূল চুক্তির আইটেমভিত্তিক কাজকে বৃদ্ধি করে এবং অস্বাভাবিক উর্ধ্ব দরে পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশের মাধ্যমে সরকারের ৯০,৪১,১১৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, জবাবে প্রাক্কলিত দরের চেয়ে অধিক দরে পাইপ ক্রয় এবং প্রাক্কলিত দর বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এ সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। প্রাক্কলনে নির্ধারিত ৭০০/- ও ৩৬০/- টাকার ইউপিভিসি পাইপ ২০২১/- টাকায় ক্রয় করায় সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে। উল্লেখ্য ০৩ প্রকার ব্যবহৃত পাইপের প্রাক্কলিত দর বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। উল্লেখ্য জবাব ও প্রমাণক অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধন করা হয় ৩১/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে কিন্তু প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দু'টি লটে ভেরিয়েশন অনুমোদন করা হয় ১১/২/২০১৬ খ্রি. তারিখে এবং ৯/৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে। একইভাবে চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে ১৩/৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে অর্থাৎ ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের ৭-৮ মাস পূর্বেই ভেরিয়েশন অনুমোদন দেখানো হয়েছে এবং ৪ মাস পূর্বে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যবহৃত মালামাল অধিক দরে ক্রয় করায় সংগঠিত ক্ষতির জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত ২,১২,৯৬,০০০/- টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করার সুপারিশ করা হয়। অডিটি প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ জবাব সিএজি কার্যালয়ে যথাসময়ে না দেয়ায় বৈঠকে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ নিয়ে অধিকতর যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনিয়মের বিষয়টি অধিকতর নিশ্চিতের জন্য বাস্তব যাচাইয়ের জন্য সিএজি কার্যালয়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সিপিটিইউ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের সমন্বয়ে একটি কমিটি অর্থ্যাৎ অনুচ্ছেদ নং-২ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত কমিটিকে আপত্তিকৃত বিষয়টি সুগভীরভাবে পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট মতামতসহ একটি প্রতিবেদন আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।

৫.১(৫): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামালের গুণাগুণ যাচাই না করেই পিভিসি পাইপের মূল্য ও স্থাপন বাবদ ১০,৪৬,৯২,৭৩০/- (দশ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশত ত্রিশ) টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামালের গুণাগুণ যাচাই না করেই পিভিসি পাইপের মূল্য ও স্থাপন বাবদ ১০,৪৬,৯২,৭৩০/- টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে মর্মে আপত্তি প্রদান করা হয়েছিল

তবে পরবর্তীতে সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয় যে, মালামালের গুণাগুণ যাচাই এর প্রমাণক হিসেবে বুয়েট কর্তৃক প্রদত্ত সন্তোষজনক টেস্ট রিপোর্ট প্রেরণ করায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রমাণক হিসেবে বুয়েট কর্তৃক প্রদত্ত সন্তোষজনক টেস্ট রিপোর্ট প্রেরণ করায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

সাধারণ সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সেলফ একাউন্টিং এনটিটি (গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে) এবং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের যাদের নিজস্ব তহবিল ও আয় ব্যয়ের হিসাব ব্যবস্থাপনা রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ (প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাসহ) কর্তৃক দায়িত্ব পালনকালে সংশ্লিষ্ট অফিসে অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আনুতোষিক ও পেনশন পরিশোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ফরেন মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাগণের ন্যায় আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুরীর পূর্বেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নামে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অনাপত্তি পত্র (NOC) গ্রহণ করার বিষয়ে অনুশাসন প্রদান করা হলো। এ সিদ্ধান্তের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিএজি কার্যালয়কে অনুরোধ করা হলো।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়: পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫.২. আলোচ্য শিরোনাম: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের শহর রক্ষা, তীর সংরক্ষণ এবং ড্রেজিং সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৮৫/২০২২ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ এবং ০৬ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.২(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ১, আপত্তির শিরোনাম: যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলা সংরক্ষণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ডিপিপিতে উল্লিখিত বরাদ্দ অপেক্ষা ৪,৯৮,২৫,৭৪৪/- (চার কোটি আটানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ) টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: ডিপিপি, ভূমি অধিগ্রহণের নথিপত্র এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় শুভগাছা এবং বাহকা মৌজা থেকে মোট ১৩.৫০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের উলেস্নখ থাকলেও মাত্র ৭.৯৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ২,৮০,০০,০০০/- টাকার স্থলে ৭,৭৮,২৫,৭৪৪/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ৪,৯৮,২৫,৭৪৪/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী ডিপিপিতে সংস্থানকৃত বাজেট বরাদ্দের মধ্যেই অর্থ ব্যয় করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের জবাবে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত অনুন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসককে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বরাদ্দের কোন প্রমাণক জবাবের সাথে প্রেরণ করা হয়নি। এছাড়া ডিপিপিতে ১৩.৫০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের অনুমোদন ছিল যার জন্য ডিপিপিতে ২,৮০,০০,০০০/- টাকার সংস্থান রাখা হয়েছিল। ভূমি অধিগ্রহণের সময় প্রকৃতপক্ষে ৭.৯৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় যার জন্য ৭,৭৮,২৫,৭৪৪/- টাকা পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যাশিত পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়াই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে ডিপিপি সংশোধন ছাড়াই প্রত্যাশিত পরিমাণ ভূমির চেয়ে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ৪,৯৮,২৫,৪৭৪/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়। ফলে একনেকের অনুমোদন না নেওয়ায় এবং অনুন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের টাকায় প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন করা হয়নি। মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে প্রমাণকের কথা বলা হয়েছে তা এবং বাজেট বরাদ্ধের কপি রয়েছে। মাননীয় সভাপতি আপত্তি সংশ্লিস্ট প্রমাণক প্রদানের অনুশাসন দেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তি সংশ্লিস্ট প্রমাণক তথা অর্থ বিভাগের বাজেট বরাদ্দের প্রমাণক আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.২(২): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-২, আপত্তির শিরোনাম: টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা অপেক্ষা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ১৩,৪৩,৯০,৭৫৯/- (তের কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার সাতশত উনষাট) টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের ৩টি প্রকল্পের শুরু হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দ-ব্যয় বিবরণী, বিল-ভাউচার, প্রাক্কলন, বিওকিউ, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র, সিসি ব্লক ম্যানুফ্যাকচারিং, ডাম্পিং রেজিস্টার ও টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকার পোল্ডার নং-৬২ (পতেঙ্গা), ৬৩/১এ (আনোয়ারা), ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্পের প্যাকেজ নং-e-GP-৪৯/ADP/Barawalia/২০১৭-১৮ এর ক্ষেত্রে কার্যাদেশে (৫০X৫০X ৪০) সে.মি. কিউব এর সিসি ব্লকের সংখ্যা ছিলো ২১,২৩৫টি এবং ঠিকাদারকে ২১,২৩৫টি বিল পরিশোধ করা হয়। ফলে, গুণগত মান যাচাই ছাড়াই (২,৫৩,৯৭৯-১,৬৬,৪৩৮) = ৮৭,৫৪১ টি ব্লকের মূল্য বাবদ ১২,১৭,৫৫,৯১০ টাকার বিল অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ, বাপাউবো, কুড়িগ্রাম কার্যালয়ের ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন ''কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গন রোধ প্রকল্পের প্যাকেজ নং-কুড়ি/এডিপি/চিলমারী/পি-০৩/০১ এ টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনায় গৃহীত ও নির্ধারিত সি সি ব্লকের সংখ্যা ছিল ২১,২৬৪ টি। কিন্তু ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩৪,৩০০ টি ব্লকের। ফলে অতিরিক্ত (৩৪,৩০০-২১,২৬৪) = ১৩,০৩৬ টি ব্লকের মূল্য বাবদ প্রতিটির একক দর ৪৭৬.৬৬১ টাকা হিসেবে (১৩,০৩৬ x ৪৭৬.৬৬১) = ৬২,১৩,৭৫৩ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ৩ টি কার্যালয়ে সর্বমোট (৬৪,২১,০৯৬ + ১২,১৭,৫৫,৯১০ + ৬২,১৩,৭৫৩) = ১৩,৪৩,৯০,৭৫৯/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের জবাবে সিসি ব্লক টাস্কফোর্স কমিটির ১ম, ২য় এবং ৩য় প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহীত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও তার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। নিরীক্ষাকালের তথ্য অনুযায়ী টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে গুণগতমানের ভিত্তিতে ৩টি চুক্তির আওতায় (১৬৭৭৯+১৬৬৪৩৮+২১২৬৪) =২০৪৪৮১টি সিসি ব্লক গৃহীত হয়। ফলে চুক্তিকৃত সিসি ব্লকের চেয়ে মোট (৪৪৫৬+৮৭৫৪১+১৩০৩৬) =১০৫০৩৩টি সিসি ব্লক কম গ্রহণ করা সত্ত্বেও সমুদয় সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়। অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, সিসি ব্লক টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী গৃহীত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণক আছে। মাননীয় সভাপতি আপত্তি সংশ্লিস্ট প্রমাণক প্রদানের অনুশাসন দেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তি সংশ্লিস্ট প্রমাণক আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.২(৩): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৩, আপত্তির শিরোনাম : DPP'র নির্দেশনা অমান্য করে নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজে জিও ব্যাগ ডাম্পিংপূর্বক কার্য সম্পাদনে অনিয়মিতভাবে ১৩,৬০,০৫,৫৮১/- (তেরো কোটি ষাট লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত একাশি) টাকার বিল পরিশোধ।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: কাজসমূহের DPP, প্রাক্কলন, BOQ, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, বিল-ভাউচারসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, DPP এর এপেন্ডিক্স- D এর প্যাকেজ নং-W1, W2 ও W3 এর আইটেম ভিত্তিক ব্যয় বিভাজনের আইটেম নং ৩ এর Description of Item এ Diving Team কর্তৃক পানির নিচে বিভিন্ন সময়ে জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে। উক্ত আইটেমে জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা তা Diving Team সাপ্তাহিক, মাসিক এবং সর্বোপরি চূড়ান্তভাবে এইরূপে মোট ০৮ (আট) বার প্রতিবেদন দেয়ার কথা বলা আছে। জিও ব্যাগের প্যাকেজ নং যথাক্রমে W1 এর ক্ষেত্রে ৩৭%, W2 এর ক্ষেত্রে ৮৭% এবং W3 এর ক্ষেত্রে ৭৯% জিও ব্যাগ ডাম্পিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিল পরিশোধ করলেও অদ্যাবধি Diving Team দ্বারা কোনো প্রতিবেদন তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগসমূহ পানির নিচে যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে কিনা এবং জিও ব্যাগসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে কোনো ফাঁকা জায়গা রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নিশ্চিত না হওয়ার কারণে জিও ব্যাগের এ সকল ফাঁকা স্থানে পানির চাঁপে গর্ত তৈরী হয়ে স্থাপিত জিও ব্যাগসমূহ স্থানচ্যুতির ফলে প্রতিরক্ষা কাজটি সম্পূর্ণ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে যে কোন সময়ে প্রতিরক্ষা কাজটি ভাঙ্গনের সৃষ্টি হবে। DPP'র নির্দেশনা মেনে Diving Team পানির নিচে ডাম্পিংকৃত জিও ব্যাগগুলির অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করত এবং সে অনুযায়ী অবশিষ্ট ডাম্পিং কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে কাজটি টেকসই হতো। কিন্ত বাস্তবে ডিপিপি'র নিদের্শনা মেনে কাজ করা হয়নি। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, Diving

Team কর্তৃক যাচাই করে তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে GO Bag Dumping কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে প্রতিষ্ঠানের জবাবে উল্লেখ করা হলেও জবাবের স্বপক্ষে এতদসংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন বা প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। নিরীক্ষাকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী Diving Team কর্তৃক সাপ্তাহিক, মাসিক এবং চূড়ান্তভাবে ড্রাইভিং সম্পন্ন করে মোট ৮ বার প্রতিবেদন দিবে এবং তদানুযায়ী GO Bag Dumping সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে Diving Team এর কোন প্রতিবেদন ছাড়াই অধিকাংশ GO Bag Dumping সম্পন্ন করে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। মাননীয় সভাপতি GO Bag Dumping এর ক্ষেত্রে Diving Team এর প্রতিবেদন প্রদানের অনুশাসন প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, জরুরী কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন থাকতে হবে এবং স্বাভাবিক কাজের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে কাজ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে নিষ্পত্তি করা হবে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ডিপিপি তে যে পরিমান GO Bag Dumping করার কথা তার কাউন্টিং ঠিক থাকার প্রমাণক আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.২(৪): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৪, আপত্তির শিরোনাম: টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য হওয়া সত্ত্বেও সিসি ব্লকের বিল পরিশোদ করায় অনিয়মিত ব্যয় ৬,০৫,৮৫,৩৪৫/- (ছয় কোটি পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট ২টি প্রকল্পের প্রাক্কলন, বিওকিউ, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র, টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদন ও বিল-ভাউচারসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ, কাপ্তাই কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্পে টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে কাজের প্যাকেজ নং-PR-15, PR-13 ও PR-12 এর ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক সিসি ব্লক গণনায় কোনো সিসি ব্লক গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য। তথাপি উক্ত প্যাকেজসমূহে ৫০সে.মি. x ৫০সে.মি.x ২০সে.মি. ও ৩৫ সে.মি. x ৩৫ সে.মি. x ৩৫ সে.মি. সাইজের মোট ২৭,০৬৬ টি সিসি ব্লকের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এতে করে ০৩ টি প্যাকেজে মোট ১,৬৩,১৮,৫৯৫/- টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। পওর বিভাগ, চট্টগ্রাম-২ ''চট্টগ্রাম জেলা সন্দীপ উপজেলার, পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা সেয়াপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প'' টাস্কফোর্স কমিটির প্রতিবেদনে কাজের প্যাকেজ নং-SDP-4 এর ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক ০৯-০৪-২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সকল সিসি ব্লক গণনায় কোনো সিসি ব্লক গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ গৃহীত সিসি ব্লকের সংখ্যা শূন্য। তথাপি উক্ত প্যাকেজে ৫০ সে.মি. x ৫০ সে.মি. x ৪০ সে.মি. ও ৫০ সে.মি. x ৫০ সে.মি. x ৬০ সে.মি. এর যথাক্রমে ২২,১৯১ টি ও ৯,১১২ টি সিসি ব্লকের অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অপরদিকে কাজের প্যাকেজ SDP-6 এ ৫০সে.মি.x ৫০ সে.মি. x ২০ সে.মি. সাইজের ৫,০০০ টি সিসি ব্লক বাবদ ৪,৪২,৬৬,৭৫০/- টাকা অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এতে করে উভয় প্যাকেজে সর্বমোট ৪,৪২,৬৬,৭৫০+১,৬৩,১৮,৫৯৫ =৬,০৫,৮৫,৩৪৫/- টাকা বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের জবাবে ব্লক টেস্ট রিপোর্ট ও টাস্কফোর্স রিপোর্ট এর ভিত্তিতে ব্লক গৃহীত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, ব্লক টেস্ট রিপোর্ট ও টাস্কফোর্স রিপোর্ট এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়। তবে ব্লক ড্রপিং কমিটির রিপোর্ট সঠিক থাকলে বিষয়টি নিষ্পত্তি যোগ্য।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন আগামী দশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.২(৫): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: পূর্ব ইলিশা ফেরী ঘাটের ১২ মিটার রাস্তায় সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ও প্লেসিং না করেই বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ৬৪,৮৮,৭৭১/- (চৌষট্টি লক্ষ আটাশি হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বর্ণিত প্রকল্পে উল্লিখিত কাজের বিল ভাউচার, এমবি, প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, পর্যালোচনাসহ সরেজমিনে কার্যস্থল পরিদর্শনকালে প্যাকেজ নং আর আই আর বিপি ১২এর কি.মি. ০.১৮০ হতে ০.৪৬০ = ০.২৮০ কি.মি. দৈর্ঘের কাজের ভিতরে পূর্ব ইলিশা ফেরীঘাটের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার জন্য (৬+৬) = ১২ মিটার পথ ও ষ্টীল ব্রীজ দেখা যায়। উক্ত ১২ মিটার স্থানে সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ও প্লেসিং করেনি। সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ ও প্লেসিং না করে উক্ত স্থানে কাজের মূল্য বাবদ ৬৪,৮৮,৭৭১/- টাকা পরিশোধ করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানের জবাবে সংশোধিত ডিজাইনের ভিত্তিতে র‌্যাম্প ও পল্টুন সরিয়ে তদস্থলে জিও টেক্স ব্যাগ ডাম্পিং এর বিষয়ে উল্লেখ করা হলেও এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। কিন্তু নিরীক্ষাকালের তথ্যানুযায়ী অনুমোদিত ডিজাইনের ফেরিঘাটের র‌্যাম্প ও পল্টুনের স্থানে তথা জিও টেক্স ব্যাগ ডাম্পিং এর প্রদর্শিত বারো মিটার স্থানে প্রকৃতপক্ষে পথ ও স্টীল ব্রীজ ছিল। এক্ষেত্রে উক্ত স্থানে জিও টেক্স ব্যাগ ডাম্পিং এর কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও জিও টেক্স ব্যাগ ডাম্পিং বাবদ ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করে আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, টাস্কফোর্স এর গুনে দেয়া প্রয়েজনীয় সংখ্যক সিসি ব্লক ও জিও টেক্সটাইল ব্যাগ সরবরাহ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন সংশ্লিস্ট এলাকার UNO কর্তৃক একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে যাতে কাজটি সঠিকভাবে করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ থাকবে এবং সেটাই প্রমাণক হিসেবে গণ্য হবে। ব্লক ড্রপিং কমিটির প্রতিবেদন ঠিক থাকলে আপত্তিটি নিষ্পত্তি যোগ্য। অন্যথায় টাকা আদায় করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাজটি সঠিকভাবে করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিস্ট এলাকার UNO কর্তৃক একটি প্রতিবেদন আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.২(৬): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৬, আপত্তির শিরোনাম: চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা না করায় সরকারের ভ্যাট বাবদ ১,৪১,৯৮,০৭৪ (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার চুয়াত্তর) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের কাজের চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, GCC, PCC সহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টেন্ডার ডকুমেন্টের General Conditions of Contract এবং অধীন PCC-৩৭.১ এর শর্ত মোতাবেক ঠিকা কাজের বিবিধ ঝুঁকির উপর বিমা করা আবশ্যক। তাছাড়া, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ (ট) অনুযায়ী বিমা কভারেজ করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১০/মূসক/২০০২ তারিখ: ২৮/১১/২০০২ খ্রি. অনুযায়ী বিমার প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়নি। সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর ও চট্টগ্রাম পওর বিভাগ এর জবাবে বীমা বাবদ ভ্যাটের টাকা আদায়ের বিষয় উল্লেখ করা হলেও কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। এছাড়া নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম ও রংপুর পওর বিভাগ এর জবাবে বীমা বাবদ ভ্যাটের টাকা আংশিক আদায়ের বিষয় উল্লেখ করা হলেও কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত ০২টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের বীমা বাবদ ভ্যাট আদায়ের প্রমাণক উপস্থাপনসহ আপত্তিতে উল্লিখিত অবশিষ্ট ০৭টি প্রকৌশলী অফিসের বীমা বাবদ আপত্তিকৃত ভ্যাটের টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করার প্রমাণক উপস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়। সভাপতি বীমা বাবদ ভ্যাট আদায়ের প্রমাণক উপস্থাপনের নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বীমা বাবদ ভ্যাট আদায়ের প্রমাণক আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.৩. আলোচ্য শিরোনাম: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সিএজির বিশেষ অডিট রিপোর্ট ১৯৯৪-২০০০ অনুচ্ছেদ নং- ৪ ও ৫ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.৩(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৪, আপত্তির শিরোনাম: প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগীয় ওয়ার্কশপকে অকার্যকর রেখে এবং কর্মরত অভিজ্ঞ কারিগরি কর্মচারীদের ব্যবহার না করিয়া ঠিকাদারের মাধ্যমে জলযান মেরামত করায় সংস্থার সর্বমোট ৬,৬৭,৭১,১১৯/- (ছয় কোটি সাতষট্টি লক্ষ একাত্তর হাজার একশত উনিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাবের আলোকে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাব এবং সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৩(২): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: ড্রেজার ও জলযান মেরামতের জন্য কারিগরি কর্মচারীদের অনিয়মিত ও অতিরিক্ত ভ্রমণভাতা বিল অনুমোদন করায় সংস্থার মোট ৩৩,১১,৮১৬/- টাকা ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাবের আলোকে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাব এবং সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়: গণপূর্ত অধিদপ্তর

৫.৪. আলোচ্য শিরোনাম: গণপূর্ত অধিদপ্তর এর আওতায় বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট নম্বর: ৬৬/২০২১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ এবং ০৭ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.৪(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১, আপত্তির শিরোনাম: পূর্ত কাজের বিভিন্ন আইটেমে Bill of Quantity (BOQ) তে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় ২,১৭,১৯,৮৪৮/- (দুই কোটি সতেরো লক্ষ উনিশ হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, (১) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মহাখালী এর জবাবে চুক্তিকৃত বাস্তবায়নাধীন জাতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল সম্প্রসারণ কাজের ভেরিয়েশেন প্রণয়ন ও ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় তার প্রমাণক প্রেরণের বিষয় উল্লেখ করা হলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত জবাবের সাথে অনুমোদিত ভেরিয়েশন অর্ডারের কপি সংযুক্ত করা হয়নি। এমতাবস্থায় কাজটির চূড়ান্ত বিল পরিশোধের কপিসহ অনুমোদিত ভেরিয়েশন অর্ডার উপস্থাপন করা আবশ্যক। বৈঠকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিস্ট নিবার্হী প্রকৌশলী উক্ত ভেরিয়েশন অর্ডারের অনুমোদনের কপি নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বরাবর ও কমিটিতে উপস্থাপন করেন (২) বৈঠকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত ভেরিফিকেশন অর্ডারের অনুমোদিত কপি নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বরাবর ও কমিটিতে উপস্থাপন করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর-১ এর জবাবে বাস্তবায়নকৃত তিনটি হসপিটালের ভেরিয়েশন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার প্রমাণক সংযুক্ত থাকায় এবং ভেরিয়েশন অর্ডার চুক্তি মূল্যের মধ্যে থাকায় আপত্তির এই অংশটুকু নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ১: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মহাখালী এর আপত্তি সংশ্লিস্ট প্রমাণক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর এবং কমিটিতে দেয়া হয়েছে। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

সিদ্ধান্ত ২: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাব এবং সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটির নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, শেরেবাংলা নগর-১ এর অংশটুকু সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৪(২): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-২, আপত্তির শিরোনাম: কার্যাদেশ বাতিল করা হলেও ঠিকাদারের Performance Security বাবদ অর্থ বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের ১২,০৫,৯০,০০০/- (বারো কোটি পাঁচ লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়,প্রতিষ্ঠানের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে দরপত্র চুক্তি বাতিল করায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোর্টে মামলা করা হয়। আলোচ্য আপত্তির Performance Security বাজেয়াপ্তের বিষয়টি যেহেতু বিচারাধীন বিষয় সেহেতু সংশ্লিষ্ট মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অন্তে রায়ের আলোকে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অনুশাসন প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে মামলাটি নিবিড় তদারকি করে মামলাটির সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতি তিন মাস পর পর সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কে অবহিত করার জন্য অনুশাসন প্রদান করা হলো। মামলার রায় বাস্তবায়নের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি বলে গণ্য হবে।

৫.৪(৩): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৩, আপত্তির শিরোনাম: চুক্তিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঠিকাদারকে ৪,৪৫,৮৫,০৪৫/-(চার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার পঁয়তাল্লিশ) টাকা পরিশোধ।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়,প্রতিষ্ঠানের জবাবে ১০টি প্যাসেঞ্জার লিফট ক্রয়ের ক্ষেত্রে PSI ব্যতীত অন্যান্য কার্যক্রম যেমন Supply & Installation, Acceptance Certificate, Hand Receipt, Country of Origin এবং Chember of Commerce সম্পাদন করা হয়। কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী PSI করা বাধ্যতামূলক। জবাবে কোভিড এর কারণে PSI বন্ধ থাকার বিষয় উল্লেখ করা হলেও PSI বন্ধ থাকার স্বপক্ষে প্রমাণক হিসেবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশের কপি প্রেরণ করা হয়নি। এমতাবস্থায়, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৎসময়ে PSI বন্ধ রাখার আদেশের কপি উপস্থাপন করার সুপারিশ করা হলে প্রমাণক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর এবং কমিটিতে দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৎসময়ে PSI সংশ্লিস্ট প্রমাণক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তর এবং কমিটিতে দেয়া হয়েছে। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমাণক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেলে সিএজির সুপারিশের ভিত্তিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৫.৪(৪): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৪, আপত্তির শিরোনাম: চুক্তি অনুযায়ী বিমা না করায় সম্পাদনযোগ্য কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং বিমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অনাদায়ে সরকারের ৯,২৬,৭৪৬/-(নয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশত ছেচল্লিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়,প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে পরিশিষ্ট ৪.১ এর ক্রমিক ০১ ও ০৪ এ জড়িত (৯৯,৪৮৬.৭৫+৯৫,৩৯৫.৬৫) =১,৯৪,৮৮২.৪০ টাকা আদায়ের যথাযথ প্রমাণক প্রেরণ করায় আপত্তির এ অংশদ্বয় নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিমা বাবদ আদায়ের যোগ্য ভ্যাট (৯,২৬,৭৪৬-১,৯৪,৮৮২.৪০)=৭,৩১,৮৬৩.৬ টাকা আদায়/সমন্বয়পূর্বক যথাযথ প্রমাণক উপস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-১: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতিষ্ঠানের জবাব অনুযায়ী (৯৯,৪৮৬.৭৫+৯৫,৩৯৫.৬৫) =১,৯৪,৮৮২.৪০ টাকা আদায়ের প্রমাণক সঠিক পাওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তির সংশ্লিষ্ট অংশ কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

সিদ্ধান্ত-২: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অবশিষ্ট বিমা বাবদ আদায়ের যোগ্য ভ্যাট (৯২৬৭৪৬-১৯৪৮৮২.৪০) =৭৩১৮৬৩.৬ টাকা আদায়/সমন্বয়ের যথাযথ প্রমাণক আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.৪(৫): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কম কর্তন করায় ৫,৮৪,১১১/- (পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার একশত এগারো) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়,প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে আপত্তিকৃত সমুদয় ভ্যাট এর টাকা আদায়ের প্রমাণক সংযুক্ত থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাব এবং সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৪(৬): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৬, আপত্তির শিরোনাম: অর্থবছর শেষে তামাদি এড়ানোর জন্য কর্তনযোগ্য জামানত অপেক্ষা ঠিকাদারের বিল হতে ৯,৬৬,০৫৪/- (নয় লক্ষ ছেষট্টি হাজার চুয়ান্ন) টাকা অতিরিক্ত জামানত কর্তন।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, অতিরিক্ত জামানত কর্তনপূর্বক এ ধরণের বিল পরিশোধের দরুন সরকারের সংযুক্ত তহবিলে অতিরিক্ত ব্যয় প্রদর্শিত হয়। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে ডিপোজিট বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয় বিধায় আপত্তিতে উল্লিখিত এরুপ আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত পরিশোধ রোধের বিষয়ে অনুশাসন প্রদান করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের জবাবের সাথে চুক্তিকৃত মালামাল সরবরাহ গ্রহণের প্রমাণক হিসেবে হসপিটালের স্টোর কিপার কর্তৃক মালামাল সরবরাহ চালানের স্বাক্ষরিত কপি সংযুক্ত থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাব এবং সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৪(৭): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৭, আপত্তির শিরোনাম: চুক্তিপত্রের জিসিসি ১৯.১ এ বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনিয়মিতভাবে নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের ঝুঁকি বৃদ্ধি। জড়িত অর্থ ২২,২৫,০০০/- (বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাবের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের জবাব এবং সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে আপত্তিটি সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫.৫. আলোচ্য শিরোনাম: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ এবং তদ্‌পূর্ববর্তী অর্থ বছর/বছরসমূহের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৮ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.৫(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৮, আপত্তির শিরোনাম: গৃহভৃত্যের প্রাপ্যতা বহির্ভূত দৈনিক ভাতা (ডিএ) পরিশোধ করায় ২,৯৯,৪১৫/- (দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত পনেরো) টাকা ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে রিয়ার এডমিরাল মোঃ খুরশেদ আলম (অব:), ভারপ্রাপ্ত সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানান, গৃহভৃত্যের জন্য ৩/৮ হারে যোগদানকালীন ৬ দিনের দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে আপত্তির পরিশিষ্টের ক্রমিক নম্বর-০১ এ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব আবু জাফর, মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ মিশন, আবুধাবী, ইউএই (অডিটকালীন সময় কনসাল জেনারেল, লসএঞ্জেলস্) বলেন, ১০/০৬/১৯৮৯ তারিখের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস স্মারক নং-এম.এফ/ই.এফ-৪(এটি)/জি(২৪)/৮৮-৮৯/৮৬ অনুযায়ী পরিবারের সদস্যগণ দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। গৃহভৃত্য পরিবারের সদস্য নয় বিধায় দৈনিক ভাতা পাবেন না মর্মে অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ফরেন সার্ভিস রুলস ১৯৬২ এর বিধি-৩০ এ গৃহভৃত্যের জন্য ৩/৮ হারে দৈনিক ভাতা দেয়ার বিধান আছে। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১০/০৬/১৯৮৯ তারিখের আদেশে ২৮ দিনের দৈনিক ভাতাকে ২১ দিনে কমিয়ে আনা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই আদেশের মর্ম অনুযায়ী পরিবারের সদস্য যতদিন দৈনিক ভাতা পাবেন, গৃহভৃত্যও ততদিন দৈনিক ভাতা পাবেন। সভাপতির আহ্বানক্রমে জনাব মোঃ কামরুল আলম, মহাপরিচালক, মিশন অডিট অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন, ১০ম জাতীয় সংসদের ৫ম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই আপত্তিতে জড়িত মোট ৮জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩জন কর্মকর্তার জড়িত টাকা আদায় হয়েছে। মহাপরিচালক আরও উল্লেখ করেন, সচিব যথার্থই বলেছেন যে গৃহভৃত্যকে শুধুমাত্র ৬দিনের ডিএ প্রদান করা হয়। পূর্বে ফরেন সার্ভিস রুলে ২৮দিনের দৈনিক ভাতা প্রদানের নির্দেশনা ছিল। কিন্তু ১২ বছরের নীচের সন্তানগণ অর্ধেক হারে ডিএ পেতেন এবং ১২মাসের নীচের সন্তান কোন ডিএ পেতেন না। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয় আগের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক ১৯৮৯ সালে নতুন আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুযায়ী পরিবারের সকল সদস্য পূর্ণ হারে সর্বোচ্চ ২১ দিনের দৈনিক ভাতা প্রাপ্য। এছাড়াও ফরেন সার্ভিস রুলে পরিবারের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। তা অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং সৎসন্তান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ আদেশে পরিবারের সংজ্ঞায় গৃহভৃত্যের উল্লেখ নেই। তাই গৃহভৃত্য সম্পূর্ণ ২১ দিন দৈনিক ভাতা প্রাপ্য

হবেন না। সভাপতির আহ্বানক্রমে জনাব নাসিমা বেগম, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার অনুযায়ী ৬ দিনের অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা কোনভাবেই পরিশোধযোগ্য নয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-০৮ এবং ২০০৮-০৯ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-০৮ এর পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-৩ এর জনাব মোঃ আবু জাফর, মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ মিশন, আবুধাবী, ইউএই (প্রাক্তন কনসাল জেনারেল, লসএঞ্জেলস) এর গৃহভৃত্যের জন্য ৩/৮ হারে ৬দিনের যোগদানকালীন দৈনিক ভাতার অংশ প্রাপ্য বিধায় নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হলো। অবশিষ্ট ১৫দিনের গৃহীত দৈনিক ভাতা আদায়যোগ্য। পরিশিষ্টের উল্লিখিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিষয়ে আলোচনা হয়নি।

৫.৬. আলোচ্য শিরোনাম: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৫-২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৪ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.৬(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৪, আপত্তির শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় সরকারের ১,০২,১৩,৪২৯/- (এক কোটি দুই লক্ষ তের হাজার চারশত উনত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতির আহ্বানক্রমে জনাব মোঃ কামরুল আলম, মহাপরিচালক, মিশন অডিট অধিদপ্তর বলেন, এ আপত্তিটি নিয়ে পিএ কমিটির ৪৩তম সভায় আলোচনা হয় এবং আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি যৌক্তিক বিধায় আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা ৯৫তম সভায় গৃহীত হয় এবং অর্থ আদায়ের অনুশাসন প্রদান করা হয়। তিনি বলেন মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ মিশন, আবুধাবী, ইউএই (অডিটকালীন সময় কনসাল জেনারেল, দুবাই, ইউএই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকায় বদলিজনিত কারণে ২৪-০৪-২০১৩ খ্রি. তারিখে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। কিন্তু তিনি ২৩-০৪-২০১৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই, ইউএই থেকে তাঁর কন্যার Fall Semister (আগস্ট-ডিসেম্বর) এর শিক্ষা ভাতার অর্থ ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে গ্রহণ করেন। সভাপতি বলেন যে, দেশে আসার পরে মিশনের জন্য প্রযোজ্য শিক্ষা ভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় এ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। সভাপতির অনুমতিক্রমে মাননীয় সদস্য জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেন, আলোচ্য কর্মকর্তার কন্যা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন তার প্রমাণক হিসেবে ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ইউনিভার্সিটিকে সরাসরি অর্থ পরিশোধ করার রশিদ প্রদান করা হলে আপত্তিটির এই অংশ নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে মিশন অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় মন্তব্য করেন, আপত্তির পরিশিষ্টের ক্রমিক ৪(খ) এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কন্যা ১৪ ইউনিট নিয়ে পড়ালেখা করেছেন এমন প্রমাণক দাখিল করলে আপত্তিটির এ অংশ নিষ্পত্তি করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত-১: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির পরিশিষ্টের ক্রমিক ১(ক) দেশে আসার পর মিশনের জন্য প্রযোজ্য শিক্ষাভাতা প্রাপ্য নয় বিধায় তা আদায় করে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে কমিটিকে জানাতে হবে।

সিদ্ধান্ত-২: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৫-১৬ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১(খ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কন্যা ১৪ ইউনিট নিয়ে পড়ালেখা করেছেন তার প্রমাণক, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ইউনিভার্সিটিকে সরাসরি অর্থ পরিশোধ করার প্রমাণক প্রদান সাপেক্ষে আপত্তির এই অংশ নিষ্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে। আপত্তির পরিশিষ্টে উল্লিখিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিষয়ে আলোচনা হয়নি।

৫.৭. আলোচ্য শিরোনাম: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-২০১১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৫ ও ১৫ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.৭(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: প্রাপ্যতা বিহীন শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় ৫৩,৯০,২৯৯/- (তেপ্পান্ন লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত নিরানব্বই) টাকা ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানক্রমে জনাব মোঃ কামরুল আলম, মহাপরিচালক, মিশন অডিট অধিদপ্তর বলেন যে, এ আপত্তিটি নিয়ে দশম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ৮৪তম সভায় আলোচনা হয় এবং অনধিক ৩ মাসের মধ্যে ১০০০ মাঃডঃ আদায়ের অনুশাসন প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিটির আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-১১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-০৫, পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১১ এ অন্তর্ভুক্ত জনাব মোঃ আবু জাফর, মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ মিশন, আবুধাবী, ইউএই এর অংশটুকু বিশেষ বিবেচনায় একক কেইস হিসেবে নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হলো। এ সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ নং-৫ এর পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১১ এর জন্য প্রযোজ্য।

৫.৭(২): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১৫, আপত্তির শিরোনাম: গৃহভৃত্যের জন্য প্রাপ্যতার অতিরিক্ত দৈনিক ভাতা গ্রহণ করায় ৩,২৫,৬১১/- (তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শত এগারো) টাকা ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানক্রমে জনাব মোঃ কামরুল আলম, মহাপরিচালক, মিশন অডিট অধিদপ্তর বলেন যে, এ আপত্তিটি নিয়ে দশম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ৮৭তম সভায় আলোচনা হয় এবং অনধিক ৩ মাসের মধ্যে আদায়ের অনুশাসন প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিটির আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-১১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১৫, পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১৫(১) এ অন্তর্ভুক্ত জনাব মোঃ আবু জাফর, মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ মিশন, আবুধাবী, ইউএই এর অংশটুকু বিশেষ বিবেচনায় একক কেইস হিসেবে নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হলো। এ সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ নং-১৫ এর পরিশিষ্টের ক্রমিক নং- ১৫(১) এর জন্য প্রযোজ্য।

৫.৮. আলোচ্য শিরোনাম: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৩-২০১৪ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ০৩ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.৮(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৩, আপত্তির শিরোনাম: প্রাপ্যতাবিহীন/প্রাপ্যতার অতিরিক্ত শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করায় ৬৬,৪৫,৫৯৩/- (ছেষট্টি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশত তিরানব্বই) টাকা ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি মহোদয়ের আহ্বানক্রমে জনাব মোঃ কামরুল আলম, মহাপরিচালক, মিশন অডিট অধিদপ্তর বলেন যে, এ আপত্তিটি নিয়ে দশম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির ৮৪তম সভায় আলোচনা হয় এবং অনধিক ৩ মাসের মধ্যে আদায়ের অনুশাসন প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিটির আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১০-১১ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৩ পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-৩(৭) এ অন্তর্ভুক্ত জনাব মোঃ আবু জাফর, মান্যবর রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ মিশন, আবুধাবী, ইউএই এর অংশটুকু বিশেষ বিবেচনায় একক কেইস হিসেবে নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হলো। এ সিদ্ধান্তটি শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ নং-৩ এর পরিশিষ্টের ক্রমিক নং- ৩(৭) এর জন্য প্রযোজ্য।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন HPNSDP প্রোগ্রামের আওতাধীন লাইন ডাইরেক্টর, প্রি-সার্ভিস এডুকেশন হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ১০ এর বিষয়ে আলোচনা।

৫.৯(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১০, আপত্তির শিরোনাম: মেডিকেল কলেজের জন্য ক্রয়কৃত ১৪,৫৪,২০,০০০/- (চৌদ্দ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ বিশ হাজার) টাকার মালামাল হাসপাতালে বিতরণ করা এবং উক্ত মালামাল স্থাপন ও কার্যকর করা ব্যতীত সরবরাহকারীকে চূড়ান্ত পরিশোধ। পিএ কমিটির ৫২তম বৈঠকের আলোচ্য বিষয়- ৫.১০ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গঠিত কমিটির বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রতিবেদনটি পিএ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনটি কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলো।

৫.৯(২): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানোর জন্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে খন্ড খন্ড প্যাকেজের মাধ্যমে ৯২,৩২,৪২,৮৬০.৮৬/- টাকার ঔষধ ক্রয় করা হয়। রিপোর্ট সন ২০১৫-২০১৬ ও অনু: নং-০৫ পরিশিষ্ট-৫(১)

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ হতে বলা হয়, ১) ক্রয়চুক্তি অনুমোদনের বিষয়টি চুক্তি মূল্যের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত, সে প্রেক্ষিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানোর জন্য খন্ড খন্ড প্যাকেজের মাধ্যমে ৬৪,৬৪,৭১,০৫০.০০ টাকার ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে মর্মে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, তা যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। এমতাবস্থায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করার সুপারিশ করা হয়। ২) প্রত্যেকটি প্যাকেজের (০৮টি প্যাকেজ) চুক্তিমূল্য ৫০ কোটি টাকার নিম্নে, সে হিসেবে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (DoFP) আদেশ অনুযায়ী অনুমোদন প্রক্রিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির ক্রমিক নং ০১ ও ০২ এর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০. আলোচ্য বিষয়: বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্টভুক্ত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলোর মধ্যে যেগুলো, আদায়, সমন্বয়, অবলোপন, প্রমার্জন, নিয়মিতকরণ, ভূতাপেক্ষ অনুমোদন, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণান্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্পত্তিমূলক জবাব সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বা ত্রি-পক্ষীয় সভায় গ্রহণ করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণের পরে সিএজি কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান অডিট আপত্তিসমূহ পর্যালোচনা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সিএজি কার্যালয়ের উপ-মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ করেন। উপ-মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (এএন্ডআর) বলেন, বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্টভুক্ত অডিট আপত্তির মধ্য থেকে ত্রি-পক্ষীয় সভা এবং জবাবের ভিত্তিতে নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত সর্বমোট **২৮টি (আংশিক-২৫ ও পূর্ণাঙ্গ-০৩)** নিরীক্ষা আপত্তি বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর অনুমোদন গ্রহণ করে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নিকট চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপন করা হলো। ২৮ টি আপত্তিতে সর্বমোট জড়িত অর্থের পরিমাণ ৫৩৩.৯৭ কোটি টাকা। উক্ত আপত্তিসমূহের ক্ষেত্রে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় ও অন্যান্য নির্দেশনাজনিত নিষ্পত্তির অনুমোদন/কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও সন্তোষজনক জবাব বিবেচনায় নিয়ে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৮টি (আংশিক- ২৫ ও পূর্ণাঙ্গ-০৩) টি আপত্তির বিস্তারিত তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিভাজন	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা
১.	আদায়	১.৬৫	১২ টি
২.	অন্যান্য নির্দেশনা	৫৩২.৩২	১৬ টি

সর্বমোট ঃ	৫৩৩.৯৭	২৮টি (আংশিক- ২৫ ও পূর্ণাঙ্গ-০৩)

ক্রমিক নং	অডিট অধিদপ্তর	আপত্তির সংখ্যা
১.	কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর	০৫ (আংশিক-০৫) টি
২.	মিশন অডিট অধিদপ্তর	০৬ (আংশিক-০৬) টি
৩.	স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর	০২ (আংশিক-০২) টি
৪.	শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর	০৯ (আংশিক-০৯) টি
৫.	পরিবহন অডিট অধিদপ্তর	০১ (আংশিক-০১) টি
৬.	ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি (PTST) অডিট অধিদপ্তর	০২ (আংশিক-০২) টি
৭.	বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর	০২ (পূর্ণাঙ্গ-০২) টি
৮.	পূর্ত অডিট অধিদপ্তর	০১ (পূর্ণাঙ্গ-০১) টি
	সর্বমোট ঃ	২৮টি (আংশিক- ২৫ ও পূর্ণাঙ্গ-০৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কমিটি কর্তৃকনিষ্পত্তিকৃতঅডিটআপত্তিরসংখ্যানিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	আপত্তির সংখ্যা
১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৫ (আংশিক-০৫) টি
২.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৬ (আংশিক-৬) টি
৩.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০২ (আংশিক-০২) টি
৪.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০৯ (আংশিক-০৯) টি
৫.	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	০১ (আংশিক-০১) টি
৬.	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০২ (আংশিক-০২) টি
৭.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০২ (পূর্ণাঙ্গ-০২) টি
৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০১ (পূর্ণাঙ্গ-০১) টি
	সর্বমোট	২৮টি (আংশিক- ২৫ ও পূর্ণাঙ্গ-০৩)

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সুপারিশকৃত **২৮টি (আংশিক- ২৫ ও পূর্ণাঙ্গ-০৩)** অডিট আপত্তি কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। কমিটির সচিবালয়কে কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত প্রতিটি আপত্তির নিষ্পত্তির বিষয় মহা-হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুশাসন প্রদান করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: কৃষি মন্ত্রণালয়

৫.১০(১). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা; **অডিট অধিদপ্তর:** কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-২১/২০২১; **অনুচ্ছেদ নং**-০৩, পরিশিষ্ট -৩.২ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফরের বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ৭,৩৬,৪৭৩.৯/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০(২). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়); কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা; **অডিট অধিদপ্তর:** কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-২১/২০২১; **অনুচ্ছেদ নং**-০৩, পরিশিষ্ট -৩.১ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফরের বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ২,১৪,৭০৮.৮/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০(৩). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: খামার পর্যায়ে উন্নতমানের পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত); কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা; **অডিট অধিদপ্তর:** কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-২১/২০২১; **অনুচ্ছেদ নং**-০৩, পরিশিষ্ট -৩.৩ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফরের বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ১,২৬,৩৯০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০(৪). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা; **অডিট অধিদপ্তর:** কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-২১/২০২১; **অনুচ্ছেদ নং**-০৩, পরিশিষ্ট -৩.৪ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক শিক্ষা সফরের বিভিন্ন বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ৩,২৮,১৪১/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০(৫). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: সিনিয়র সহকারি পরিচালক (খামার), তাম্বুলখানা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, ফরিদপুর; **অডিট অধিদপ্তর:** কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০০০-২০০১; **অনুচ্ছেদ নং**-০৫ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদিগকে অনিয়মিতভাবে উৎসব ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ৩১,৩৫০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৩/০৮/১৯৯০ তারিখের কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৮ মোতাবেক উৎসব ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন মর্মে প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫.১০ (৬). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জেনেভা; **অডিট অধিদপ্তর:** মিশন অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০০০-২০০১; **অনুচ্ছেদ নং**-০২, পরিশিষ্ট -৭(অংশ) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে চিকিৎসা ব্যয় গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ৪১,০০০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব এ. কে. এম মুনীরুজ্জামান, প্রাক্তন সহকারী সচিব এর আপত্তিকৃত সর্বমোট মা:ড: ২৫১.৯১ এর বিনিময় হারের দেড়গুণ হিসেবে ৪১,০০০/- টাকা চালানের মাধ্যমে জমা করায় জমার স্বপক্ষে অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (৭). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা; **অডিট অধিদপ্তর:** মিশন অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-৭৯/২০২১; **অনুচ্ছেদ নং**-০২, পরিশিষ্ট-০২(২) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: ৪৫ জন গাড়ির চালক, ২ জন বার্তাবাহক এবং ১ জন মেকানিককে বিধি বহির্ভূতভাবে অপ্রাপ্য অধিকাল ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ২,৩৬,৫৯১/- টাকা।
আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান, অবসরপ্রাপ্ত গাড়ি চালক এর বিপরীতে আপত্তিকৃত অধিকাল ভাতা গ্রহণের স্বপক্ষে প্রমাণক হিসেবে লগ বইয়ের কপি প্রেরণ করার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (৮). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, লস এঞ্জেলস্, ইউএসএ; **অডিট অধিদপ্তর:** মিশন অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০০৯-২০১০; **অনুচ্ছেদ নং**-১৯, পরিশিষ্ট-১৯(২) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা পরিপন্থী ও বরাদ্দ বিহীন খাতে Lunch ও Dinner এবং মালীর বেতন অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করায় ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ২,৪৭,৭২০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবু জাফর, মান্যবর রাষ্ট্রদূত এর আপত্তিকৃত ২,৪৭,৭২০ টাকা বা মা:ড: ৩৬০০ এর বিপরীতে "সরবরাহ ও সেবা" খাতের অধীন "অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়" উপখাতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে পরিশোধ এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরবর্তীতে উক্ত ব্যয়ের ঘটনাত্তোর মঞ্জুরি প্রদান করার প্রেক্ষিতে জবাব ও প্রমাণক সঠিক পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০(৯). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার; **অডিট অধিদপ্তর:** মিশন অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০০০-২০০১; **অনুচ্ছেদ নং**-০৮, পরিশিষ্ট -৮(অংশ) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: ডায়েট চার্জ কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ-** ৫,০৯৯/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জবাব অনুযায়ী হসপিটাল হতে কোন ডায়েট প্রদান করা হয়নি এবং কোন চার্জ গ্রহণ করা হয়নি বিধায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব (অব:) [তৎকালীন প্রথম সচিব (শ্রম)] এর আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০(১০). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার; **অডিট অধিদপ্তর:** মিশন অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০০০-২০০১; **অনুচ্ছেদ নং**-১৭, পরিশিষ্ট -১৭(১০) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে মোবাইল টেলিফোন বিল পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি। জড়িত অর্থ- ১,০১,২৪৫/- টাকা।
জড়িত অর্থ- ১,০১,২৪৫/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিপরীতে মোবাইল ক্রয় বাবদ কা: রি: ৮৫০ এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘটনা-উত্তর মঞ্জুরী প্রদান, পেজার ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কা: রি: ৯৩৬ মিশন তহবিলে জমা প্রদান এবং মোবাইল বিল প্রাপ্যতার বিষয়ে তৎকালীন সময়ে প্রযোজ্য টেলিফোন নীতিমালা ১৯৯৩ এ সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা না থাকায় মোবাইল বিল বাবদ কা: রি: ৪৫৬৮ এর বিষয়ে জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জনাব মো: আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব (অব:) [তৎকালীন প্রথম সচিব (শ্রম)] এর আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০(১১). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ দূতাবাস, মস্কো, রাশিয়া; **অডিট অধিদপ্তর:** মিশন অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-৫৯/২০২১; **অনুচ্ছেদ নং**-৫, পরিশিষ্ট -৫(২) (আংশিক);
আপত্তির শিরোনাম: ইউটিলিটি চার্জ আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ৭২,৯০৭/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বাড়ি ভাড়া চুক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাড়ি ভাড়ার মধ্যে শুধুমাত্র হিটিং চার্জ অন্তর্ভুক্ত। পানি চার্জ ভাড়াকারী (Lessee) তথা বাংলাদেশ দূতাবাস, মস্কো কর্তৃক পৃথকভাবে প্রদেয় বিধায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়যোগ্য নয়। সে হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে শুধুমাত্র হিটিং চার্জ বাবদ অডিট আপত্তি অনুযায়ী মার্চ/২০১৯ হতে আগষ্ট/২০১৯ পর্যন্ত মোট ৬(ছয়) মাসের বাড়ি ভাড়া ২১,৬৭৭.৮১ মা:ড: এর ২% হারে ৪৩৩.৫৫ মা:ড: আদায়যোগ্য। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক হিটিং চার্জ বাবদ ৪৩৩.৫৫ মা:ড: সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক জমার স্বপক্ষে সিএএফও, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জনাব মো: আবুল হোসেন, কাউন্সেলর এর আপত্তির অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৫.১০ (১২). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: সিভিল সার্জন, টাঙ্গাইল; **অডিট অধিদপ্তর:** স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-৬১/২০২১, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-১২, পরিশিষ্ট -১২(৩) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে মালামাল গ্রহণ না করে মালামালের মূল্য পরিশোধ দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ। **জড়িত অর্থ**- ২৫,৬৬,৪৪৭/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিতে জড়িত ২৫,৬৬,৪৪৭/- টাকার মধ্যে ২৩,৭১,৭০০/- টাকা মালামাল গ্রহণের প্রমাণক এবং ১,৯৪,৭৪৭/- টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করার জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (১৩). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: কিশোরগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ; **অডিট অধিদপ্তর:** স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০০১-২০০২; **অনুচ্ছেদ নং**-০৩(২) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: অনিয়মিতভাবে বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ। মোট জড়িত টাকা: ৮৩,০৩৫/- টাকার মধ্যে জড়িত অর্থ- ৫৩,৪৮৭.৩৫/- টাকা। **জড়িত অর্থ**- ৫৩,৪৮৭.৩৫/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: জুন/০১ হতে জুন/০২ পর্যন্ত সময়ে ডা: মো: মোহসীন, জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু বিভাগ) উক্ত বাসায় ছিলেন না মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৫.১০ (১৪). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া জোন, বগুড়া; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১৯-২০২০; **অনুচ্ছেদ নং**-০২, পরিশিষ্ট -২(৪)(ক) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিল হতে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ১০,৮৫,৩৪৫/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (১৫). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-০২, পরিশিষ্ট-২.০২ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: আয়কর কর্তন না করায় বা কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ৩৯,০৩৬/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (১৬). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-০৩, পরিশিষ্ট-৩.০২ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: মূসক কর্তন না করায় বা কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব। **জড়িত অর্থ**- ৭১,১৭৭/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয় ।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (১৭). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১১-২০১২; **অনুচ্ছেদ নং**-০১, পরিশিষ্ট-১(১৬) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: বিভিন্ন পরিশোধিত বিল এবং স্থাপনা ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ১,০৫,১৮২/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং জমার স্বপক্ষে জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, দিনাজপুর কর্তৃক CTR জবাবের সাথে সংযুক্ত থাকায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (১৮). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-৭৬/২০২১, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-০১, পরিশিষ্ট-০১.০৪ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট হতে ভর্তি ও টিউশন ফি বাবদ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ১,১০,৩৫,২০০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (১৯). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-৭৬/২০২১, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-০২, পরিশিষ্ট-০২.২৯ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: আয়কর কর্তন না করায় বা কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ১২,৪১৮/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (২০). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১৬-২০১৭; **অনুচ্ছেদ নং**-০৭, পরিশিষ্ট-০৭, ক্রমিক নং-১ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: প্রদত্ত সম্মানী বিল হতে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ৫,১৬,৯৯৬/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত ১০,৪২,০৯৪ টাকার মধ্যে ৫,২৫,৩১৮ টাকা একাদশ জাতীয় সংসদের ৯৩তম বৈঠকের অনুচ্ছেদ ৬.২.১ এর সিদ্ধান্ত ১ মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত ২ মোতাবেক ৫,১৬,৯৯৬ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (২১). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-০৫, পরিশিষ্ট-০৫.১৩ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: প্রদত্ত সম্মানীর বিল হতে নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**-২,৮৪,৯৬৪/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (২২). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা; **অডিট অধিদপ্তর:** শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-১৪, পরিশিষ্ট-১৪.১৩, ক্রমিক নং-'ক' ১(১) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: সরবরাহকারীর বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**-৩,৯৮,৮৭৫/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত ৭,৭৩,১৭৩ টাকার মধ্যে ৩,৯৮,৮৭৫ টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করায় এবং অনলাইন চালান যাচাইয়ে তা সঠিক পাওয়ায় প্রদত্ত জবাব ও প্রমাণকের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৫.১০(২৩). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: শেরপুর কার্যালয়; **অডিট অধিদপ্তর:** পরিবহন অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ২০১৮-২০১৯; **অনুচ্ছেদ নং**-০৬, পরিশিষ্ট-১(১৬) (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল এর মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**-১৩,৩৯,৩০০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের স্বপক্ষে চালান, ভেরিফিকেশনের কপি, প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত জবাবের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৫.১০ (২৪). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম, খুলনা; **অডিট অধিদপ্তর:** ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি (PTST) অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ১৯৯৮-১৯৯৯; **অনুচ্ছেদ নং**-০৬, পরিশিষ্ট-চ, পৃ:- ৭৪, ক্র. নং-৫ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, মেইন ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রেম (এম, ডি, এফ) রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে ২০,৭৭,৭২২ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ। **জড়িত অর্থ**-১,৫০,৫৬০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: প্রাপ্ত প্রমাণক, বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা বাতিল সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের আদেশ যাচাইয়ে সঠিক থাকায় স্থানীয় অফিসের জবাব, মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিয়মিতকরণ জনিত কারণে এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (২৫). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম, খুলনা; **অডিট অধিদপ্তর:** ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি (PTST) অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, ১৯৯৭-১৯৯৮; **অনুচ্ছেদ নং**-০৭, পরিশিষ্ট-ছ, পৃ:- ৫৮, ক্র. নং-৬ (আংশিক);

আপত্তির শিরোনাম: টেলিফোন লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়মিত লোকবল থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ বাবদ ২৮,৪০,৯৮৫ টাকা অনিয়মিত ব্যয়। **জড়িত অর্থ**- ১,৬০,৪৫০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নিয়োগ করায় এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার জবাব ও প্রমাণক, মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৫.১০(২৬). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: রূপালী ব্যাংক লি. দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা; **অডিট অধিদপ্তর:** বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-০৩/২০২২; **অনুচ্ছেদ নং**-১৭;

আপত্তির শিরোনাম: মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লক সহায়ক ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি এবং সিসি (প্লেজ) গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৩২০,১১,৩০,৩৬৭ টাকার মধ্যে জড়িত অর্থ- ৩২০,১১,৩০,৩৬৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ৩২০,১১,৩০,৩৬৭/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সরেজমিন পরিদর্শনে ৭টি গুদামের ৫,৬৪,৪৪১ মণ পাট প্লেজ গুদামে মজুদ রয়েছে। পাট খাতের ব্লককরণ নীতিমালা-২০২২ এর শর্তমতে ২% ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের যে নির্দেশনা পরিপালন এবং বর্তমানে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত থাকায় অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১০ (২৭). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: রূপালী ব্যাংক লি. দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা; **অডিট অধিদপ্তর:** বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** কমপ্লায়েন্স, রিপোর্ট নং-০৩/২০২২; **অনুচ্ছেদ নং**-১৮;

আপত্তির শিরোনাম: সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়নের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৫৩,৬১,৩৭,৮৯২ টাকার মধ্যে জড়িত অর্থ- ৫৩,৬১,৩৭,৮৯২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি। **জড়িত অর্থ**- ৫৩,৬১,৩৭,৮৯২/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সরেজমিন পরিদর্শনে ৪টি পাট গুদামে ৭৪,৮৫৪ মণ পাট প্লেজ গুদামে মজুদ রয়েছে। পাট খাতের ব্লককরণ নীতিমালা-২০২২ এর শর্তমতে ২% ডাউন পেমেন্ট গ্রহণের যে নির্দেশনা পরিপালন এবং বর্তমানে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত থাকায় অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তির সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

৫.১০ (২৮). সংস্থা/প্রতিষ্ঠান: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক; **অডিট অধিদপ্তর:** পূর্ত অডিট অধিদপ্তর; **অডিট রিপোর্ট:** বিশেষ নিরীক্ষা ১৫-০৯- ২০১৪ হতে ৩০/১১/২০১৪ খ্রি. ১ম পর্যায়ে নিরীক্ষিত অডিট আপত্তি; **অনুচ্ছেদ নং**-৫২;

আপত্তির শিরোনাম: ১ম বরাদ্দ গ্রহীতা/লীজ গ্রহীতা না থাকায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত ন্যূনতম ১৫৮,২৫,০০,০০০/- টাকা মূল্যের এনই(সি) ১ নম্বও প্লটের মালিকানা সম্পর্কিত যাচাই ব্যতিত ১৫/৯/১৯৮৮ তারিখে প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকার গেজেট হতে এন্ট্রি বিলুপ্ত করা হলেও রাজউক কর্তৃক গেজেটের সঠিকতা যাচাই না কওে উহা একাধিকবার হস্তান্তরের অনুমোদন প্রদান করায় হস্তান্তরসূত্রে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক দখলকরণ পূর্বক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ। **জড়িত অর্থ**- ১৫৮,২৫,০০,০০০/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সংস্থার জবাব, মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিষ্পত্তির সুপারিশ এর প্রেক্ষিতে দেখা যায়, এনই (সি) ব্লকের ১ নম্বর প্লটটি জনাব আখলাক আহম্মেদ এর নামে বরাদ্দ প্রদান করে ২৯/০৪/১৯৬৪ তারিখে লিজ দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়। পরবর্তীতে জনাব আখলাক আহম্মেদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স জেমস ফিনলে এন্ড কোং লিঃ এর নামে বরাদ্দ দেয়া হয় এবং ০৬/ ০৪/ ১৯৬৬ খ্রি. তারিখে জেমস ফিনলে এন্ড কোং লিঃ এর নামে লিজ দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়। ২৩-৯-১৯৮৬ খ্রি. তারিখে প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে প্লটটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির খ তালিকার ৬২ নম্বর ক্রমিকে অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর বিধি ১২ অনুসারে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালযের স্মারক এর মাধ্যমে প্লটটি অবমুক্ত করা হয়। জেমস ফিনলে এর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্লটটি রাজউক কর্তৃক জনাব আহমেদ সোহেল ফসিউর রহমান (এএসএফ রহমান) কে হস্তান্তর করা হয়। সভাপতির জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে বৈঠকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সিএজি কার্যালয়ের পক্ষ থেকে আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ নিষ্পত্তির বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয় এবং সিএজি কর্তৃক একই আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করার ফলে কমিটির সদস্যবৃন্দ আপত্তিটির বিষয়ে একমত পোষণ করায় সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১১(১): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৪, আপত্তির শিরোনাম: খন্ড জমির বরাদ্দ গ্রহীতাদের নিকট হতে দ্বিগুণ হারে মূল্য আদায় না করায় সরকারের ৯,৩০,১৩,৭১৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি। **অর্থবছর:** ২০১০-২০১১ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্পোরেশন (রাজউক), ঢাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: ক্রমিক নং-১: খন্ড জমির মূল্য দ্বিগুণ হারে আদায়ের বিষয়টি ২৫-০৩-১৯৯৫ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হওয়ায় বরাদ্দ পত্র গ্রাহকের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হারে খন্ড জমির মূল্য পরিশোধ প্রযোজ্য নয়। ফলে মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-২: চূড়ান্ত জরীপ পত্র মোতাবেক খন্ড জমি না থাকায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-৩: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-৪: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-৫: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-৬: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-১০: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-১১: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-১৩: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির

সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। পরিশিষ্ট (ঘ-২) মেসার্স জামসেদ টেক্সটাইলস্ এর নামে শ্যামপুর, কদমতলী কর্তৃক খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে অর্থ পরিশোধ করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। পরিশিষ্ট (ঘ-৩) ক্রমিক নং-২: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে টাকা আদায় হওয়ায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। পরিশিষ্ট (ঘ-৪) ক্রমিক নং-১: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে টাকা আদায় হওয়ায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। পরিশিষ্ট (ঘ-৫) ক্রমিক নং-১: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে টাকা আদায় হওয়ায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-২: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে টাকা জমা করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। (আপত্তির বিবরণীতে আছে কিন্তু পরিশেষ্টে নেই) : খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে টাকা জমা করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশক্রমে সিএজি কার্যালয়ের সম্মতি থাকায় ও কমিটির সদস্যবৃন্দ একমত পোষন করায় আপত্তির সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১১(২): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-২, আপত্তির শিরোনাম: অতিরিক্ত বা খন্ড জমির মূল্য দ্বিগুণ হারে আদায় না করায় ৬৯,১৮,৩২০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি। অর্থবছর:২০০৯-২০১০, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্পোরেশন (রাজউক), ঢাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: ক্রমিক নং-১: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে টাকা জমা করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো। ক্রমিক নং-৩: খন্ড জমির মূল্য বাবদ দ্বিগুণ হারে টাকা জমা করায় এবং মন্ত্রণালয় ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করা হলো।
সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশক্রমে সিএজি কার্যালয়ের সম্মতি থাকায় ও কমিটির সদস্যবৃন্দ একমত পোষন করায় আপত্তির সংশ্লিষ্ট অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১১(৩): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১, আপত্তির শিরোনাম: বাজার মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে এমএসআর মালামাল ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ৫৩,৬২,৫২,৯১৬.০০ টাকার মধ্যে জড়িত অর্থ- ২৯,০০,৮১৫/- জড়িত প্রতিষ্ঠান: সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৌলভীবাজার।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: পিএ কমিটির ৯৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং-৫.১ এর সিদ্ধান্ত-১ অনুযায়ী সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ব্যবহারের স্বপক্ষে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনসহ স্টক রেজিষ্টার এর কপি প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত প্রমাণক পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুচ্ছেদ নং-১ পরিশিষ্ট-১(২৯) এর আপত্তিকৃত ১২টি এমএসআর সামগ্রীর ক্রয়কৃত একক দর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে প্রণীত এসআর দর এর সমান এবং কোন কোন আইটেমের ক্রয়কৃত একক দর এসআর দর অপেক্ষা কম। এমতাবস্থায়, পিএ কমিটির ৯৭তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত-১ মোতাবেক স্ট্যান্ডার্ড রেট অনুসারে এমএসআর ক্রয়ের প্রমাণক এবং ক্রয়কৃত এমএসআর সামগ্রী ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রমাণক প্রেরণ করায় মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ নং-১, পরিশিষ্ট-১(২৯) এর জড়িত প্রতিষ্ঠান সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর আপত্তিকৃত ২৯,০০,৮১৫/- টাকার অংশটুকু নিষ্পত্তির বিষয়ে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়। **সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৌলভীবাজার অংশের আপত্তিকৃত ২৯,০০,৮১৫/- টাকা সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।**

৫.১১(৪): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১, আপত্তির শিরোনাম: বাজার মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে এমএসআর মালামাল ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ৫৩,৬২,৫২,৯১৬.০০ টাকার মধ্যে জড়িত অর্থ- ৫৪,৮৪,৩৩০/- জড়িত প্রতিষ্ঠান: ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: পিএ কমিটির ৯৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং-৫.১ এর সিদ্ধান্ত-২ অনুযায়ী ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা কর্তৃক প্রেরিত জবাব ও প্রমাণক পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুচ্ছেদ নং-১ পরিশিষ্ট-১(১৭) ও ১(১৮) এর

আপত্তিকৃত এমএসআর সামগ্রীর ক্রয়কৃত একক দর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬-০৮-২০১৪ খ্রি: তারিখে প্রণীত এসআর দর অপেক্ষা কম। একই অডিট অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত অপর ২০টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পিএ কমিটির ৯৭তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত-১ এ "স্ট্যান্ডার্ড রেট অনুসারে ক্রয়ের প্রমাণক প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে স্ট্যান্ডার্ড রেট অপেক্ষা কম দরে ক্রয় কার্য সম্পাদনের প্রমাণক এবং ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ বর্তমানে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হওয়ার স্বপক্ষে প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করায় মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী পরিশিষ্ট-১(১৭) ও ১(১৮) এর জড়িত প্রতিষ্ঠান ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা এর আপত্তিকৃত (২৭,৫৬,৭০০ + ২৭,২৭,৬৩০) = ৫৪,৮৪,৩৩০.০০ টাকার অংশটুকু নিষ্পত্তির বিষয়ে বিবেচনা করার সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা এর আপত্তিকৃত ৫৪,৮৪,৩৩০/- টাকা সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে পাবলিক একাউন্টস কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১১(৫): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৩, আপত্তির শিরোনাম: জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট/ইডিসিএল এর উৎপাদিত পণ্যাদির নির্ধারিত মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় না করে সরবরাহকারীর নিকট হতে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করায় ৬,৮৪,৯১,৩২৮/- টাকার মধ্যে জড়িত অর্থ- ২,০৬,৯৮০/-জড়িত প্রতিষ্ঠান: সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৌলভীবাজার। রিপোর্ট নম্বর-০৬/২০২১ এর অনুচ্ছেদ নং-৩ পরিশিষ্ট-৩(১২)।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: পিএ কমিটির ৯৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং-৫.৩ এর সিদ্ধান্ত-২ অনুযায়ী সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৌলভীবাজার কর্তৃক প্রেরিত জবাব ও প্রমাণক পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুচ্ছেদ নং-৩ পরিশিষ্ট-৩(১২) এর আপত্তিকৃত ৩টি ঔষধ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) কর্তৃক উৎপাদনকৃত ছিল না বিধায় তা ইডিসিএল এর মূল্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না মর্মে ইডিসিএল কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করায় এবং মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী পরিশিষ্ট-৩(১২) এর জড়িত প্রতিষ্ঠান সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর আপত্তিকৃত ২,০৬,৯৮০/- টাকার অংশটুকু নিষ্পত্তির বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সিভিল সার্জন কার্যালয়, মৌলভীবাজার এর আপত্তিকৃত ২,০৬,৯৮০/- টাকার সংশ্লিষ্ট অংশ সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১১(৬): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: ম্যানুফেকচারিং কোম্পানীর এমআরপি মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে ঔষদ ক্রয়ের ফলে অতিরিক্ত পরিশোধ। জড়িত অর্থ- ৩,৩৬,৭৬০/-টাকা। জড়িত প্রতিষ্ঠান: ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা। রিপোর্ট নম্বর-০৬/২০২১ এর অনুচ্ছেদ নং-৫ পরিশিষ্ট-৫(৩)।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: পিএ কমিটির ৯৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং-৫.৫ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিট অনুচ্ছেদ নং-৫, পরিশিষ্ট নং-৫(৩) এর আপত্তিকৃত ৩,৩৬,৭৬০/- টাকা ৩টি চালানের মাধ্যমে (চালান নং-২০১৯, তারিখ: ০৫-০৩-২০২১ খ্রি:, টাকা ৩,১৫,৭৬০/-; চালান নং-১২২, তারিখ: ২৭-০৭-২০২২ খ্রি:, টাকা ১৯০০০/- এবং চালান নং-১৪৮ তারিখ: ১৯-০৭-২০২২ খ্রি:, টাকা ২০০০/-) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করায় এবং অনলাইন যাচাইয়ে উক্ত চালানসমূহ সঠিক পাওয়ায় অনুচ্ছেদ নং-৫, পরিশিষ্ট ৫(৩) এ জড়িত প্রতিষ্ঠান ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা এর আপত্তিকৃত ৩,৩৬,৭৬০/- টাকার অংশ নিষ্পত্তির বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা এর আপত্তিকৃত ৩,৩৬,৭৬০/- টাকা সিএজি কার্যালয়ের সুপারিশক্রমে কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

৫.১১(৭): আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫, আপত্তির শিরোনাম: প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এ্যাম্পুল ফিলিং এন্ড সিলিং মেশিন ও লিনিয়ার এয়ার ফ্লো মেশিন ক্রয় করে বাক্সবন্দী অবস্থায় ০৭ বছর যাবত ফেলে রাখায় কোম্পানির ৩,৮১,৯২,৫০০.০০ (তিন কোটি একাশি লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা অপচয়।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: পিএ কমিটির ১১৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং-৫.২(৫) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিএ কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে মেশিন দুটি বর্তমান সচল অবস্থা বিবেচনা করে ও ইনস্টলেশন বিলম্বের কারণ যৌক্তিক পাওয়ায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত: পিএ কমিটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে মেশিন দুটি বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে ও ইনস্টলেশন বিলম্বের কারণ সঠিক পাওয়ায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৬। বিবিধ: একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৫তম রিপোর্ট বিবেচনা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, যদি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমান ১২০তম বৈঠকটি সর্বশেষ বৈঠক হিসেবে পরিগণিত হয় তবে এ বৈঠকের কার্যবিবরণী সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটি কর্তৃক নিশ্চিতকরণ করা যায় কিনা এবং কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবের সাথে সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। সভাপতি আরো বলেন যে, কমিটির ১১৬তম, ১১৭তম, ১১৮তম, ১১৯তম ও বর্তমান ১২০তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম সম্পর্কে এ কমিটির ২৫তম রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটি কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য কিনা এবং সকল সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি বলেন, বর্ণনামতে কমিটির ২৫তম রিপোর্ট প্রস্তুতকরণপূর্বক মাননীয় স্পীকারের অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। তবে যদি কোন কারণে তা সম্ভবপর না হয় তাহলে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ও সংশ্লিষ্ট রেওয়াজ অনুযায়ী দ্বাদশ সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক উক্ত রিপোর্ট জাতীয় সংসদে পেশের ব্যবস্থাগ্রহণের বিষয়ে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো।

সিদ্ধান্ত: (১) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সভাপতি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পঞ্চবিংশতিতম রিপোর্টটি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। বক্ষ্যমাণ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ইতঃপূর্বে কমিটি কর্তৃক নিশ্চিতকৃত কার্যবিবরণীতে কোন করণিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেগুলোও সভাপতি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং কমিটির ১১৬তম, ১১৭তম, ১১৮তম, ১১৯তম ও ১২০তম বৈঠকের কার্যক্রম ও কমিটির সিদ্ধান্ত এ রিপোর্টের অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত হবে।

সিদ্ধান্ত: (২) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সভাপতি কর্তৃক অনুমোদনের পরে মাননীয় স্পীকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক এ রিপোর্টের ৮০০(আটশত) কপি মুদ্রণপূর্বক সুবিধাজনক সময়ে জাতীয় সংসদে পেশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি সচিবকে অনুশাসন প্রদান করা হলো।

সিদ্ধান্ত: (৩) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কমিটির রিপোর্টের কভার পৃষ্ঠা, ব্যাক কভার পৃষ্ঠা, এবং লেখচিত্র সম্বলিত পৃষ্ঠাগুলি রঙ্গীন মুদ্রণের জন্য অনুশাসন প্রদান করা হলো।"

সিদ্ধান্ত: (৪) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কমিটির ২৫তম রিপোর্ট প্রস্তুতকরণপূর্বক মাননীয় স্পীকারের অনুমোদন নিয়ে জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে পেশ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। তবে যদি কোন কারণে তা সম্ভবপর না হয় তাহলে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ও সংশ্লিষ্ট রেওয়াজ অনুযায়ী দ্বাদশ সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক উক্ত রিপোর্ট জাতীয় সংসদে পেশের ব্যবস্থাগ্রহণের বিষয়ে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো হলো।

৭। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি বৈঠকে উপস্থিত কমিটির মাননীয় সদস্যগণকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদানের জন্য এবং সাচিবিক সহায়তাকারী কর্মকর্তাগণের দক্ষ সহায়তার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ রোজ রবিবার অপরাহ্ণ ০১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২০তম বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫/১০/২৩

(মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী)
সভাপতি
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।